Re. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : VI Issue :VIII,15th November, 2017 কার্ত্তিক,১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

আবির্ভাব - ২৮.১০.১৮৬৭
তিরোধান - ১৩.১০.১৯১১

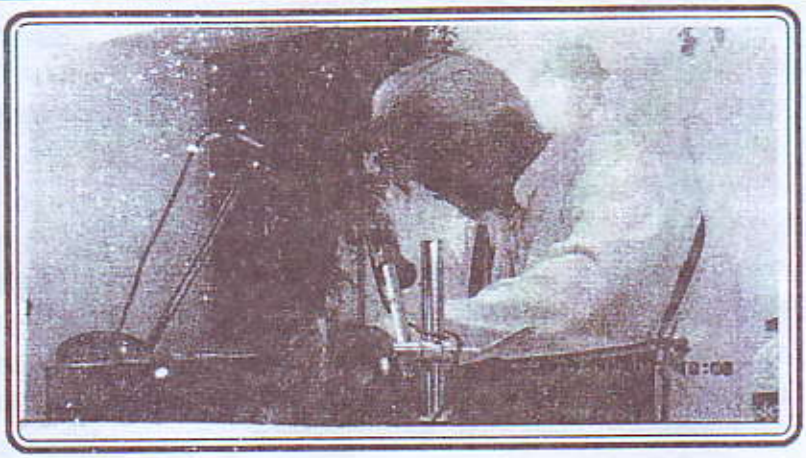

ডাঃ নর্মাণ বেথুনের জন্মদিন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবসে সংগীত পরিবেশন করছেন প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী - শ্রী বিভাষ দাশগুপ্ত

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধ-শতবর্ষে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই স্বামী বিবেকানন্দের রচিত কবিতাটির মাধ্যমে

মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা,
মলয়-সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র-কান্তি, বীর্য আর্য-বেদীতলে,
নিত্য রাজে, বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে;
এ সব তোমার হোক-আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত;
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।

-স্বামী বিবেকানন্দ

আনন্দ সংবাদ / একটি আবেদন

সকলের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার দ্বাদশ বর্ষে আমরা ৯০/১ প্রিন্স গোলাম হুসেন শাহ রোডস্থিত জয় ইন্ডষ্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ এর ভবনে মোট ২,২২২ স্কোয়ার ফুট জায়গা ৯০০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছি। এজন্য মোট তিন কিস্তিতে ৪১ লক্ষ টাকা সংস্থার তহবিল থেকে জয় কো-অপারেটিভকে দিতে হয়েছে, সেইজন্য আমাদের আর্থিক অনটনের মধ্যে চলতে হচ্ছে। স্বল্পসময়ের নোটিশে লেনদেন হওয়ায় আমরা সুপরিকল্পনা করতে পারিনি।

এ বাড়িটি পাওয়ার সাথে সাথে সংস্থার নিজস্ব একটি জায়গা হল। কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য পরিসেবার ক্লিনিক ও অন্যান্য কাজকর্ম চালাতে আর কোন অসুবিধা

থাকবে না। এজন্য আমরা আমাদের সকল সভ্য-দরদীদের নিকট বেথুনের তহবিলে দান করার জন্য আহ্বান করছি।

আশাকরি, এই আনন্দ সংবাদ জানার সাথে সাথে অতীতের মতোই আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনাদের সহৃদয় দানে এই সংস্থার তহবিলকে পূর্ণ করে তুলবেন।

পেলব মুখার্জী — সভাপতি

দীপেশ মিত্র — সম্পাদক

আমাদের ভগিনী নিবেদিতা

রমাপ্রসন্ন দত্ত

এক মহান নারীর ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য জীবন উৎসর্গের বিষয়ে আলোকপাত করার প্রয়াস এই লেখা। যিনি নিজের আত্মীয়স্বজন এবং নিশ্চিত জীবন থেকে বহু দূরে তৎকালীন ভারতবর্ষের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজের সংস্কারের জন্য শত দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগের মধ্যে সেবা করেছেন, জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত।

মার্গারেট নোবেলের জন্ম ১৮৬৭ সাল ২৮শে অক্টোবর। মাত্র ১০ বছর বয়সে মার্গারেট পিতাকে হারালেন। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবল, পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে গিয়ে মার্গারেটের কথা স্ত্রীকে বললেন "ভগবান যেদিন ওকে ডেকে নেবেন, সেদিন ওকে বাধা দিও না যেন। ও পাখা মেলবে দূরের আকাশে আমি জানি ও এসেছে একটা বড় কিছু করার জন্য। পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। মার্গারেট মাত্র ১৭ বৎসরে শিক্ষা জীবন শেষ করে শিক্ষয়িত্রীর জীবন বেছে নিলেন। তার মনে আধ্যাত্মিক চিন্তা কি যেন খুঁজে বেড়াত। সদাই চিন্তা কার কাছে গেলে মনের মত উত্তর পাবেন।

১৮৯৫ সালে নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করে লন্ডনে ফিরেছেন। মার্গারেট তাঁর এক বান্ধবীর কাছে খবর পেলেন, লেডি ইসাবেল তাঁর বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুকে যেতে বলেছেন, কারণ এক হিন্দু সন্ন্যাসী বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতেন। মার্গারেট বললেন তিনি নিশ্চয়ই যাবেন।

মার্গারেট নির্দিষ্ট স্থানে ইসাবেলের বাড়িতে পৌছলেন। প্রথম দর্শনেই মার্গারেট বীর সন্ন্যাসীর ধর্মের ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলেন। লন্ডনে যে সব জায়গায় স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছেন, মার্গারেট সর্বত্র উপস্থিত হয়ে প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। শেষে তিনি বুঝতে পারলেন যে সত্যকে ধর্মজীবনে চেয়েছিলেন, তার সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তখনই তিনি মনে মনে স্বামীজীকে গুরু বলে বরণ করে নিলেন। স্বামীজী মার্গারেটকে লক্ষ করে বললেন, তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি, অবিশ্বাসী মন নিয়ে আমি নিজেই কি কম ভুগেছি? মার্গারেট বুঝতে পারলেন স্বামীজী বিশ্বাসের পরিবর্তে উপলব্ধির উপর জোর দিতে চেয়েছেন। মার্গারেটের উপর স্বামীজীর অসামান্য প্রভাব পড়ল। তিনি বুঝতে পারলেন। ভারতের কাজে মার্গারেট উপযুক্ত।

১৮৯৫ সালে স্বামীজী চলে যান আমেরিকা। মার্গারেট ভাবতে থাকেন, আধ্যাত্মিক জীবনে কি পাওয়া? দার্শনিক ভাবধারাতেও তিনি অভিভূত। ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দ পুনরায় লন্ডনে ফিরে এলেন। দেখেন মার্গারেটের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এবার মার্গারেট স্বামীজীকে তার স্কুল দেখতে নিয়ে গেলেন। ওদের স্কুল দেখে স্বামীজীর চোখে জল এসে গেল। অস্ফুট কণ্ঠে স্বামীজী বলে উঠলেন আমার দেশের অভাগা ছেলে মেয়েরা অন্ধকারে ডুবে আছে। গ্রামের ছাত্রদের এত কষ্ট যে বিনা বেতনেও স্কুলে যেতে পারে না একমুঠো ভাতের জন্য মাঠে ঘাটে যায়। আমাদের অর্থ নেই শিক্ষা বিস্তার কি ভাবে হবে? মার্গারেট বিচলিত হয়ে পড়েন। অবাক হয়ে ভাবেন এই মানুষটি দেশকে কতটা ভালোবাসেন। তিনি বলেন, ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, আমি আপনার পাশে এসে কাজে যোগ দেব। স্বামীজী খুশি হলেন, একদিন স্বামীজী মার্গারেটকে বললেন, স্বদেশে স্ত্রীশিক্ষার একটা পরিকল্পনা করেছি। মনে হয় তোমার কাছ থেকে সাহায্য পাব। মার্গারেট উত্তর দিলেন নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়। স্বামীজী বললেন ভারতে হাজার হাজার মেয়ে অপেক্ষা করছে পশ্চিমী একটি মেয়ে যদি তাদের শিক্ষার জন্য আসে। মার্গারেটকে বললেন আমি অপেক্ষা করছি ডাক পেলেই ভারতবর্ষে যাব। স্বামীজী বুঝলেন এমন কথা দৃঢ়চেতা মার্গারেটই বলতে পারে।

ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়ার আগে স্বামীজী মার্গারেটকে বললেন, ভারতবর্ষ তোমার আপন ঠাঁই, এ

পথে পা বাড়াতে তোমাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। শেষে মঠ স্থাপন হবার পর, সাগরপার থেকে মার্গারেটের ডাক এল। স্বামীজী জানালেন, "তুমি এবার এলে ভাল হয়। তবে এখানকার মানুষেরা কুসংস্কারগ্রস্ত, ব্যবহার খারাপ। বিশেষ করে জাতপাত নিয়ে বিচার অনেক। এদের পাশে এসে তোমায় থাকতে হবে। সবদিক ভেবে তবেই আসবে।"

এদিকে স্বামীজী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আলমবাজার মঠে উঠেছেন। ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৮ সালে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ কোলকাতা পৌঁছলেন। স্বামীজী মার্গারেটের সঙ্গে পরিচয় করালেন দক্ষিণেশ্বর মন্দির তীর্থ। তারপর স্টার থিয়েটারে একটা সভা আয়োজন করালেন, অনেকের সাথে মার্গারেটের পরিচয় হল।

১৭ই মার্চ মার্গারেটের পরম পূণ্য দিন। স্বামীজী অন্য দুই বিদেশিনী ভক্তের সঙ্গে মার্গারেটকে নিয়ে শ্রীশ্রী মাকে দর্শন করতে গেলেন। প্রথম সাক্ষাতেই মা রক্ষণশীলতার গন্ডী ছাড়িয়ে শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েদের আপন কন্যারূপে গ্রহণ করলেন। তাদের সঙ্গে ফল মিষ্টি আহার করলেন। মার্গারেটকে আদরের খুকি বলে কাছে টেনে নিলেন। অভিভূত হলেন মার্গারেট। স্বামীজী বললেন, "এই না হলে মা", একথা শুনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অভিভূত হয়েছিলেন।

তারপর ২৫শে মার্চ ১৮৯৮ সালে স্বামীজী মার্গারেটকে দীক্ষা দিয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের আদেশ দিলেন। আইরিশ কন্যা মার্গারেট নোবেলকে বললেন "আজ থেকে তোমার নাম হল নিবেদিতা"। নিবেদিতা বলে উঠলেন, "আজকের দিনটি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের", পরদিন বলরাম বসুর বাড়ীতে কয়েকজন গৃহী ভক্তের সামনে ভাষণ দিয়ে তাঁদের বাড়ীর কন্যাদের তাঁর কাছে পড়তে পাঠাতে অনুরোধ করলেন।

১৮৯৮ সালের ১২ নভেম্বর কালীপুজোর দিন শ্রীশ্রী সারদা মা নিবেদিতার স্কুল উদ্বোধন করলেন।

১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমা শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করে নিবেদিতার স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। মা আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "এই স্কুলে জগন্মাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হবে এবং এখানকার শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা আদর্শ নারী হয়ে গড়ে উঠবে।" আনন্দে আপ্লুত হয়ে নিবেদিতা বলে উঠলেন, "মায়ের আশীর্ব্বাদ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না" শুধু ভালবাসা নয়, একজন বিদেশী নারীর কতটা শ্রদ্ধা থাকলে এমন কথা বলতে পারে। স্কুলের কাজ শুরু হল।

সমাজসেবাতেও নিবেদিতা এগিয়ে যেতেন। কলকাতায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দিল ১৮৯৯সালে। বাগবাজারে নিজের হাতে জঞ্জালের স্তূপ পরিষ্কার করলেন। তাই দেখে যুবকরাও এগিয়ে এল। ক্লান্ত নিবেদিতা একদিন বেলুড় গিয়ে স্বামীজীকে দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে স্বামীজী নিবেদিতাকে ডেকে পাঠালেন। নিবেদিতার মনে হল ওনার শরীর সুস্থ নয়। স্বামীজী কিন্তু ওঁর খাবার ব্যবস্থা করলেন। নিবেদিতার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি খাওয়ালেন। খাবার পর হাতে জল দিয়ে ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে নিবেদিতা বললেন, এসবতো আপনার করার কথা নয় স্বামীজী। এর উত্তরে তিনি বললেন যিশুতো শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, সে তো শেষের দিনে, এসব কথা বলতে গিয়ে নিবেদিতা অশ্রুসিক্ত নয়নে চোখ বোজেন। তাঁর অন্তরাত্মা গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। স্বামীজী স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা ফিরে গেলেন বাগবাজারে। ১৯০২সালে ৪ঠা জুলাই ভোরবেলা এক সন্ন্যাসী এসে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের খবর দিলেন। স্বামীজীর প্রয়াণের খবরে নিবেদিতার মনে হল জগৎ সংসার সব যেন শূন্য।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর তিনি আবার সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন। তার উপর যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাঁকে তো তা পালন করতে হবে। স্বাধীনতার পুজারী নিবেদিতা ভারতের পরাধীনতায় বেদনা অনুভব করতেন এবং সাধ্যমত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করতেন। ফলে ইংরাজ সরকার তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখত। নিবেদিতা ভারত আত্মার সাথে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের কল্যাণকে তিনি নিজের জীবনের ব্রত ও সাধনা মনে করতেন।

এই মহিয়সী মহিলা দার্জিলিংয়ে ১৯১১সনের ১৩ই অক্টোবর রামকৃষ্ণলোকে যাত্রা করেন। তার শেষ কথা "তরী নিমজ্জমান' — আমি সূর্যোদয় দেখছি - (The Boat

is sinking I see the Sunrise) দার্জিলিংয়ে তার স্মৃতিবেদীতে উৎকীর্ণ আছে।

ভারতবাসী হিসাবে আমরা গর্বিত যে এমন এক মহিয়সী মহিলা সুদূর দেশ থেকে এই দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

(সংক্ষেপিত)

১৪ অক্টোবর ২০১৭ শনিবার অনুষ্ঠিত বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও শারদীয় মিলন উৎসবের বিবরণ।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৭ শনিবার বিকাল ৫টায় শ্রী পেলব মুখার্জীর সভাপতিত্বে বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স্ রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকার্স ইউনিয়ন-এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও শারদীয় মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। ডাঃ কৃষ্ণা হালদারের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভাপতি সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন সারা বিশ্বে প্রবীণ নাগরিক দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। আমরাও শারদীয় মিলনোৎসব পালন করার সাথে সাথে ঐ দিনটি পালন করেছি শারদীয় মিলনোৎসব-এর আসরে একই মঞ্চে।

আমাদের দেশের অবস্থা খুবই করুণ। আমাদের দেশের আনুমানিক ২৩ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং অর্ধাহার আর অসুস্থতার শিকার। নানা সরকারী প্রকল্প আছে যেমন রেলের ভাড়া, বাসে বা ট্রামে বয়স্কদের বসার আসন, বার্ধক্য ভাতা বরাদ্ধ ইত্যাদি জনমোহিনী প্রকল্পের মাধ্যমে কিছু সুযোগ চুঁইয়ে চুঁইয়ে গরীব মানুষ কাছে পৌছায় তার বেশী কিছু নয়। এসব প্রকল্পের কথা ১২৫ কোটি দেশের লোকের মধ্যে ক'জন জানে বা বোঝে তা বলতে পারবো না।

গরীব নিম্নবিত্ত শ্রমিকদের কথা ভেবেই আমাদের এই সংগঠন ১২ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। এই কাজে যুবকদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করছি। কিন্তু যে সাহায্য পাচ্ছি তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। আমাদের প্রচেষ্টা একদিন না একদিন সফল হবেই। এই ভাবনা নিয়ে চলার চেষ্টা করছি। আজকের শুভদিনে আপনাদের অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই এগিয়ে চলার প্রতিশ্রুতি পালন করার ব্রত নিয়ে।

তার পর বক্তব্য রাখেন শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য। তিনি সংস্থার আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং কাজকর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। জয়ার শ্রমিকদের ত্যাগের কথা বর্ননা করেন। তাদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেথুন ইন্সটিটিউট। সারা দেশে এবং আমাদের রাজ্যের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করেন। এক দুঃসহ অবস্থার মধ্যে আমরা চলেছি এ অবস্থা থেকে কি ভাবে নিস্কৃতি পাওয়া যায় তার রাস্তা আমাদেরই তৈরী করতে হবে। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্টার শ্রী রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপস্থিত সকলকে বিশ্ব প্রবীণ দিবস ও শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। সামাজিক অবক্ষয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি নানা উদাহরণের মাধ্যমে তা বর্ণনা করেন। বর্তমানে এক অস্থির অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি। আগের সেই যৌথ পরিবার এখন নেই। পরিবারের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটেছে। বৃদ্ধাবাসই এখন তাদের বাসস্থান। এধরনের পরিস্থিতির কথা আমরা অতীতে কি কখনও কল্পনা করেছি। আমাদের দেশের মোট সম্পদের বেশীরভাগ (৮০ শতাংশ এর বেশী) ১০ শতাংশ এর হাতে। দেশের ১/৪ অংশ মানুষ মানবতার জীবন যাপন করছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের রাস্তা আমাদের নিজেদেরই বার করতে হবে।

তারপর শুরু হয় সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শ্রী আশীষ সান্যাল ও বিশিষ্ট লোক সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি গীতা চৌধুরীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাদের পরিচিতি পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার। শ্রী আশীষ সান্যালকে ফুলের তোড়া, মানপত্র, মেমেন্টো প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা প্রদান করেন সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী এবং শ্রীমতি গীতা চৌধুরীকে সম্মাননা প্রদান করেন সহ-সভাপতি শ্রী রামরমন ভট্টাচার্য। তারপর তারা তাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বেথুন ইন্সটিটিউটের কাজকর্মের

প্রশংসা করেন এবং সংস্থার সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্য রাখেন শ্রী অশোক রঞ্জন ধর।

পেনসন থেকে বঞ্চিত প্রবীণ নাগরিকদের হাসিমুখে পৃথিবী থেকে যেতে দিন

ভারতবর্ষে সরকারি কর্মীরা চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করলে পেনসন পেয়ে থাকেন। বেসরকারী সংস্থার কর্মীরা পেনসন থেকে বঞ্চিত। অবসর গ্রহণ করলে তারা পান সিপিএফ ও গ্রাচুইটি বাবদ একটা অংকের টাকা। ঐ টাকা ডাকঘর, ব্যাঙ্কে জমা রেখে সুদ বাবদ যে টাকা পেয়ে থাকেন তা দিয়েই তারা অবশিষ্ট জীবনটা কাটিয়ে দেন।

তুলনামূলক বিচার করলে পেনসন থেকে বঞ্চিতরা পেনসনভোগীদের চেয়ে চোখে পড়ার মত কম টাকা পেয়ে থাকেন। কারণ যত দিন যায় দুই পক্ষের আয়ের পার্থক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হলে পেনসনভোগীরা বর্ধিত হারে ডিএ পেতে থাকেন। পেনসন বঞ্চিত অবসর প্রাপ্তদের ডিএ'র কোন বিধান নেই।

ইদানিং কিছুদিন যাবৎ প্রবীণ নাগরিকদের এফডি'র উপর ৯.৩ শতাংশ সুদ দেওয়া হচ্ছিল। মার্চ ২০১৬ থেকে তা হয়ে গেল ৮.৬ শতাংশ। পেনসন বঞ্চিত প্রবীণ নাগরিকদের আয় কমে গেল। এদের আর্থিক কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরী। ২০০৪-০৬ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে বৃহৎ শিল্পপতিদের ট্যাক্স বাবদ ছাড় দেওয়া হয়েছিল ১২৭০০ কোটি টাকা। পরবর্তী ছয় মাসে তা দাঁড়ায় ৩৬৫৯৮৬ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০১৬সালে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ১১৩ কোটি টাকা। পরবর্তী ছয় মাসে তা দাঁড়ায় ৫ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। সরকার এই ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিল না।

সমাজে প্রবীণ নাগরিকদের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস পালিত হয়। ভারতবর্ষেও সমারোহ করে বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস পালিত হয়। এমত অবস্থায় প্রবীণ নাগরিক দিবস উদ্‌যাপন করা একটা প্রহসন। একটা দ্বিচারিতা।

আমাদের আবেদন প্রবীণ নাগরিকদের জীবনের শেষ দিনগুলিকে আরো বেশী কষ্টের মধ্যে ঠেলে দেবেন না। হাসি মুখে তাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে দিন।

আপনাদের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সুদের হার ১০ শতাংশ করা হোক। কোনমতেই তা কমানো যাবে না।

মনোজ রায় চৌধুরী
রামরমণ ভট্টাচার্য

বসন্ত আবার আসছে

সুনীত ঘোষ মজুমদার

বসন্ত জানিয়েছে তার ভালবাসা বসুন্ধরাকে নানা ভাবে, রাঙের আগুন তাই লাগবে, শিমূল পলাশের ডালে ডালে। কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার বুকে ফুটবে অনেক কুড়ি, সাজবে বলে,

হাওয়ায় ভাসা ফুলের রেণু, সৌরভেতে মাতবে ও মাতাবে সবারে।

হৃদয়ের এ কুল, ও কুল, দুকুল ভাসবে আবেগে আনন্দে ছড়িয়ে দিয়ে কবিতায়, নৃত্য ও গানে গানে।

কবি বলেন নিজের জায়ারে, মনে পড়ে ফাগুনের পরশমণি যে দিন ছুঁয়েছিল আমাদের, আমার কবিতায়, তোমার গানে? কবি জায়া হেসে কন, বসন্ত এসেছিল বনে, বসন্ত এসেছিল মনে।

ভালবাসায় মিশেছিল ভালবাসা, নিঃশব্দে কখন কে জানে, নানা বসন্তে, নানা বরষায়, অনেক দিবসে, অনেক নিশায় দেখেছি অনেক, সহেছি অনেক, গেয়েছি অনেক গান,

তোমার লেখাতে। তোমার আঁখিতে, পেয়েছি নিজের পরিচয়।

—

সম্পাদকীয়

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, আশা করি উৎসবের মরসুমে পরিবার ও পরিজন সহ কুশলেই ছিলেন।

উৎসবের রেশ ধরে প্রতিবৎসরের মত এবারও আমাদের সংস্থার উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী হয়ে গেল গত ১৪ অক্টোবর। সেই সঙ্গে বিশ্বপ্রবীণ দিবসও পালিত হয়েছে। কালের নিয়মে প্রবীণ দিবস আসে যায়। কিন্তু প্রবীণদের অবস্থা পরিবর্তনের কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের মাননীয় সরকার এখনও State Policy for older persons - এর প্রবর্তনের সময় করে উঠতে পারেন নি। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে আমরা উপকৃত হই।

বর্তমানে আমরা এক অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছি। সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হচ্ছে। সম্পত্তি ও অর্থের লোভে পুত্র পিতা-মাতাকে বাড়ী থেকে বার করে দিচ্ছে। ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধাও যৌন অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। এই অবস্থায় আপনারা কি বলেন?

ধীরে ধীরে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। এই সময় অতি সহজেই বয়স্ক ও শিশুরা রোগাক্রান্ত হয়। সাবধানে থাকবেন। প্রয়োজনে আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রের সাহায্য নেবেন।

সবাই ভালো থাকুন।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	৪,১১,৫২১.০০
১।	শ্রী পেলব মুখার্জী	১৬এ নেপাল ভট্টাচার্য ১ম লেন, কোলকাতা - ৭০০ ০২৬	৬০০.০০
২।	শ্রীমতি প্রণতি দাস	যোধপুর পার্ক, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৮	৫০০.০০
৩।	শ্রী মিহির বরণ রায়	রামগড়, কোলকাতা - ৭০০ ০৪৭	৫০০.০০
৪।	ডাঃ বিবেক সরকার	৩৭৭/২, পি. এ. শাহ রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৬৮	৫০০.০০
৫।	শ্রী রমেন্দ্র দাস সরকার	১৪২/১৫/১, বিএলটি রোড, কোলকাতা - ৬০	৫০০.০০
৬।	অধ্যাপক দেবাশিষ পাল	৬০বি. এল. সি. রোড, কোলকাতা - ৭০০ ০৬০	৩০০.০০
৭।	শ্রীমতি সুচন্দ্রা গুহ	এস. এন. রায় রোড,	২০০.০০
		মোট	৪,১৪,৬২১.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation **Centre Ph.** : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 **and Published** at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in